



292192 - যবে নারী রমযানরে কাযা রোযার নয়িত রাত থকে না করে সকালে করত তার উপর ককিরা আবশ্যকীয়?

প্রশ্ন

আমার বান্ধবী প্রতি বছর রমযানরে যবে রোযাগুলো ভাঙগা পড়ত সেগুলোর কাযা পালন করত। কিন্তু রাত থকে নয়িত করত না। অর্থাৎ সে সকালে নয়িত করত। সে জানত না যবে, কাযা রোযার নয়িত রাত থকে করা ওয়াজবি। এভাবে রোযা পালনরে হুকুম কী? তার উপর ককি কাফফারা পরশিোধরে পাশাপাশি রোযাগুলো পুনরায় রাখতে হবে? নাকি অন্য কছি?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

সকল আলমেরে অভমিত অনুযায়ী আপনার বান্ধবীর রমযানরে ভাংতি রোযাগুলোর কাযা পালন সঠিক হয়নি। তাই তার উপর ফরয সেই দিনগুলোর রোযা পুনরায় রাখা এবং তার উপর কোন কাফফারা ফরয নয়। এই হুকুম সর্বশেষে বছররে ক্বতেরে প্রযোজ্য; যহেতে সেই বছররে রোযা কাযা পালন করার সময় এখনও বলবৎ আছে। পক্ষান্তরে, বগিত বছরগুলোর রোযার ব্যাপারে কোন কোন আলমে যমেন ইবনে তাইমযীর অভমিত হচ্ছ: যহে ব্যক্তি অজ্ঞতাশতঃ কোন একটি ইবাদত ভুলভাবে সম্পাদন করে থাকে এবং ঐ ইবাদতটির সময় পার হয়ে যায় তাহলে সেই ইবাদতটি পুনরায় সম্পাদন করা তার উপর ওয়াজবি নয়। সুতরাং আপনার বান্ধবী যদি এই অভমিতটিকে গ্রহণ করেন তাহলে আশা করি এতে কোন গুনাহ নহে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রত্যকে ফরয রোযার জন্য রাত থকে নয়িত করা আবশ্যকীয়। এটি জমহুর আলমেরে অভমিত। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যবে ব্যক্তি ফজররে পূর্ব থকে রোযা রাখার নয়িত পাকাপোকত করেনি তার রোযা নহে।” [সুনানে আবু দাউদ (২৪৫৪), সুনানে তরিমযি (৭৩০), সুনানে নাসাঈ (২৩৩১)] সুনানে নাসাঈর ভাষ্যে রয়েছে: “যবে ব্যক্তি ফজররে পূর্বে রাত থকে রোযা রাখার নয়িতকবে সুদূত করেনি তার রোযা নহে।” [আলবানী ‘সহহি আবু দাউদ গ্রন্থে হাদসিটিকে সহহি বলছেন]

তরিমযি (রহঃ) হাদসিটি উল্লেখ করার পর বলেন: “কোন কোন আলমেরে নকিট এ হাদসিটির অর্থ হল: যবে ব্যক্তি ফজর উদতি হওয়ার আগে রোযা রাখার দূত সংকল্প করেনি, রাত থকে নয়িত করেনি; সটো রমযানরে রোযা হোক কথিবা কাযা রোযা হোক কথিবা মানতরে রোযা হোক; তার রোযা জায়যে হবে না।



আর নফল রোযা হল সটোর নয়িত সকালে করলওে জায়যে হবে। এটি শাফয়ে, আহমাদ ও ইসহাকরে অভিমিত।”[সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন: “যদি ফরয রোযা হয়; যমেন রমযানরে রোযা বা কাযা রোযা, মানতরে রোযা, কাফফারার রোযা; তাহলে রাত থেকে নয়িত করা আমাদরে ইমামরে নকিট, মালকে ও শাফয়ে... এর নকিট শরত। এরপর তিনি পূর্বকোক্ত হাদিসটি দিয়ে দললি পশে করনে।”[আল-মুগনী (৩/১০৯) থেকে সমাপ্ত]

ইমাম আবু হানফি এ ক্ষতেরে অধিকাংশ আলমেরে সাথে মতভদে করছেন। তিনি রোযার কছি প্রকাররে ক্ষতেরে দিনরে বেলো থেকে নয়িত করলে জায়যে হবে বলছেন। তবে তিনি অধিকাংশ আলমেরে সাথে এ ব্যাপারে একমত য়ে, রমযানরে কাযা রোযার নয়িত রাত থেকে না করলে সয়ে রোযা শুদ্ধ হবে না। বরং হানাফি মাহাবরে কোন কোন আলমে এই মর্মে ইজমা উদ্ধৃত করছেন।

আল-কাসানি আল-হানাফী ‘বাদায়উস সানায়ি’ গ্রন্থে (২/৫৮৫) বলেন:

“সকল রোযার ক্ষতেরে উত্তম হচ্ছয়ে ফজর উদতি হওয়ার সময় নয়িত করা; যদি সটো সম্ভবপর হয় কথিবা রাত থেকে নয়িত করা...। যদি ফজর উদতি হওয়ার পর নয়িত করে এবং সয়ে রোযাটি ঋণশ্রণীয় হয়; তাহলে ইজমার ভিত্তিতে তা জায়যে হবে না।”[সমাপ্ত]

তিনি ইতপূর্ববে (২/৫৮৪) ঋণশ্রণীয় রোযা দ্বারা হানাফী আলমেরে উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করছেন য়ে, “তা হচ্ছয়ে: কাযা রোযা, কাফফারার রোযা ও সাধারণ মানতরে রোযা।”[সমাপ্ত]

এর সাথে দেখুন: ইবনে আবদৌন-এর ‘রাদ্দুর মুহতার’ (২/৩৮০)।

আরও জানতে পড়ুন: [192428](#) নং প্রশ্নোত্তর।

পূর্বকোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আপনার বান্ধবী রমযানরে কাযা রোযার নয়িত দিনরে বেলো থেকে করায় সকল ইমামরে মতয়ে তার রোযা শুদ্ধ হয়নি।

তার উপর ফরয হল ঐ দিনগুলোর রোযা পুনরায় রাখা। তবে তার উপর কোন কাফফারা আবশ্যক নয়; যমেনটি ইতপূর্ববে 26865 নং প্রশ্নোত্তরে আলোচতি হয়ছেয়ে।

এই হুকুমটি তার সর্বশেষ বছরে রোযাগুলোর কাযা পালনরে সাথে সংশ্লিষ্ট; যয়ে রোযাগুলো পালনরে সময় এখনও বাকী আছে। আর আগরে বছরগুলোর রোযার ক্ষতেরে ইবনে তাইময়ীর মত কোন কোন আলমেরে অভিমিত হচ্ছয়ে: অজ্ঞেতাবশতঃ যয়ে ইবাদত ভুলভাবে সম্পাদন করা হয়ছেয়ে এবং এর সময় পার হয়ে গেছে সয়ে ইবাদতটি পুনরায় পালন করতে হবে না।



তাই যদি আপনার বান্ধবী এই অভিমতটিকে গ্রহণ করেন তাহলে আমরা আশা করছি যে, তার কোন গুনাহ হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।